138

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এইসব কথা কারে বলি?

পরিবর্তন চাই। একটা কিছু পরিবর্তন চাই। মধ্যদিনের খরতাপের মত পরিবর্তনের প্রত্যাশা এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসবাসী সকলের মনে মনে। একটি ছাত্র সংগঠনের কতিপয় ক্যাডারের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণ এবং তৎপরবর্তীতে গড়ে ওঠা ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন– এতে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারী ধর্ষণ প্রতিরোধে অর্জনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেকাংশে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বীরকন্যা প্রীতিলতা হলের ছাত্রী, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের হল সমন্বয়কারী আফসানা আইয়ুব এ্যানী বললেন, ক্যাম্পাস ধর্ষণকারী মুক্ত এটা সত্য, কিন্তু ধর্ষণের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। ক্যাম্পাসে এখনও সন্ত্রাসী আছে। শুধু মাত্র কয়েকটি ধর্ষণকারীর শারীরিক অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে না যে, ক্যাম্পাসে আগামীদিনে ছাত্রীরা যৌন হয়রানির শিকার হবে না।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের সমন্বয়কারী জোবাইদা নাসরীন কণার মতে, কেউ কেউ বলেন, নারীর আচরণই ধর্ষণকারীকে ধর্ষণে উৎসাহিত করে। এটা ঠিক না। পুরুষের বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করার মানসিকতাই ধর্ষণের একমাত্র কারণ। এক্ষেত্রে আত্ম সংবরণের বিকল্প নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবাসিক ছাত্র হলের জীবন-যাপন প্রণালী এবং ছাত্রদের চরিত্রগত পরিবর্তন না করে, সূর্যাস্ত আইন প্রণয়ন করে ছাত্রীদের সন্ধ্যার পর বন্দী করার পাঁয়তারা করছে। ছাত্রীদের বন্দী করলেই কি ধর্ষণ বন্ধ হবে?

নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের ছাত্রী মানসী হাজরার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষকদের মানসিক সংস্কার। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সার্টিফিকেট প্রদানের কারখানা নয়। এটা মানুষ গড়ার কারখানা। দরকার উপযুক্ত কারিগর। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সেই ভূমিকা পালন করেন।

আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের ছাত্র সৈয়দ আব্দুল্লাহ ইনানের মতে, ধর্ষণ নিকৃষ্টতম অপরাধ এবং ধর্ষণকারী পশুও নয়, এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী। তবে ধর্ষণ কেন হলো এটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ধর্ষণের পশ্চাতে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ধর্ষণকারীর বিকৃত মানসিকতাই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে ছাত্রীদেরও আচরণগত পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক গন্ডির বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী বিষণ্ণ-বিলাসী হয়ে ওঠে। সামাজিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে এরা স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড করতে ভালোবাসে। মুষ্টিমেয় এই ছাত্র-ছাত্রীদের কারণে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভুক্তভোগী হয়। তার মতে, ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতা পরিশুদ্ধনে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক। আর তাঁরাই কিনা ক্লাসরুমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একে-অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়ান। কোন কোন শিক্ষক সুশ্রী ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ ... আচরণ করেন। এই শিক্ষকদেরও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

কামালউদ্দিন হলের ছাত্র জাহিদ আজিজের মতে, অবৈধ অস্ত্র এবং সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কনস্ট্যান্ট অংশ। সময়ের আবর্তে শুধু এর ধারক ও বাহক পরিবর্তিত হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক গুরুরা এই অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য সমাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছাত্রদের সামনে ঝুলিয়ে রাখেন এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেন। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে অস্ত্রের ধারক ও বাহকদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেন। শিক্ষার অন্তরালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, নারী ব্যবসার যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে তাতে ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক গুরু প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভূমিকা রয়েছে।

মীর মোশাররফ হোসেন হলের ছাত্র ধ্রুব জ্যোতির মতে, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের ফলে ক্যাম্পাসে একটা পরিবর্তন এসেছে এটা স্পষ্ট। এখন আর ছাত্ররা আগের মত ছাত্রীদের টোন করে না। ছাত্রীদেরও বল্গাহীন জীবনযাত্রায় সংযম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে পরিবেশ উন্নয়ন–এটা একটা বৃহৎ ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ মূলতঃ শিক্ষার পরিবেশ। ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিয়মিত ক্লাস করছে? শিক্ষকরা কি নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন? দশজন ছাত্রের মধ্যে বড়জোর দুইজন ছাত্র নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে। ক্লাসরুমে কি শেখাচ্ছেন আমাদের শিক্ষকরা? পঞ্চাশ মিনিট ক্লাস হলে বিশ মিনিট ব্যয় করেন স্বীয় গ্রুপের সুনাম এবং বিপরীত গ্রুপের দুর্নাম করতে। মেধাবী/সন্ত্রাসী ছাত্রটিকে নিজের দলে টানতে চেষ্টা করেন। মেধাবী ছাত্রটি হাতে থাকলে অপর গ্রুপের সাথে একাডেমিক পলিটিক্স করতে সুবিধা। সন্ত্রাসী ছাত্রটির সাথে সুসম্পর্ক থাকলে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় এক্সট্রা সুবিধা। পঞ্চাশ মিনিটের বাকী ৩০ মিনিট দেন দায়সারা গোছের লেকচার। এ যেন দেয়ার উদ্দেশ্যেই দেয়া। কোন কোন শিক্ষক তো ডিপার্টমেন্টেই আসেন না সারা বছর। এদেরকে জবাবদিহিতাও করতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যদি শিক্ষকদের ভূমিকা হয়, তবে পরিবেশ পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব?

ছাত্র হলের রুমে রুমে গাঁজা, ফেনসিডিল সেবন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হচ্ছে। হল প্রশাসন খুব ভালো করেই জানে হলের কোন্ রুমে কি হয়। তবু দেখেও না দেখার ভান। বরং ক্ষেত্র-বিশেষে মদদদাতার ভূমিকা পালন করেন। এম এইচ হলের প্রভোষ্ট ছাত্রী ধর্ষণকারীর সহযোগী টিটুর মদদদাতা ছিলেন বলে শুনেছি। টিটু হলের ছাত্রদের উপর নির্বিবাদে চাঁদাবাজি করেছে, মারধোর করেছে, হলের হারমোনিয়াম বিক্রি করে খেয়েছে। হল গেটের চাবি থাকত টিটুর কাছে। অবৈধ অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য মুক্ত হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব, অন্যথায় নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীল, সৃষ্টিশীল করতে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খেলাধূলার প্রতি জোর দেয়া।

সূর্যাস্ত আইন, প্রক্টরিয়াল বিধির পরিবর্তন প্রভৃতি ... -তাবোল কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব ...। বিবেকবান শিক্ষকদের উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চেতনার মন্দিরের হাজারো আলো জ্বেলে দেয়া।

❑ যোবায়ের হোসেন